বাঘের মাংস হরিলুট

হোসেন সোহেল

খোলপেটুয়া নদীতে ট্রলার ঘটঘট আওয়াজ তুলে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ৫০ ফুট দূরত্ব রেখে পিছু চলতে থাকলাম। অভাবনীয় ঘটনা। সুন্দরবনের কোলঘেঁষে একটি মৃত বাঘ নিয়ে এগিয়ে চলেছে বনর্কমীসহ টাইগার প্রজেক্ট ও পুলিশ সদস্যদের একটি দল।

ঘটনাটি এ বছরের ১২ মার্চের (১২/০৩/২০১১)। সাতক্ষীরার শ্যামনগরের গোলাখালী থেকে প্রথম খবরটি দেন ফজলু নামের একজন। এরপরই খবর আসে, বাঘ পাশের মালঞ্চ নদী পার হয়ে গোলাখালী গ্রামে ঢুকে পড়েছে। খবর পেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকারে পথ এগিয়ে যায়, আর কত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারব শ্যামনগর সে চিন্তাই করছিলাম। মনের র্পদায় ভেসে উঠছিল হাতে লাঠিসোটা, কুড়াল-খুন্তি নিয়ে কিছু হিংস্র মানুষের মুখ। সুন্দরবনের গোলাখালী থেকে ফজলু জানান, বাঘটি জনৈক অরবিন্দের গোয়ালঘরে ঢুকে ৬টি ছাগল খেয়ে ফেলেছে। আমি নিশ্চিত হলাম বাঘটি আর কোনোভাবে গোলাখালী গ্রাম থেকে বের হতে পারবে না। অদক্ষ বনর্কমী আর টাইগার প্রজেক্টের র্কমীরাও পারবে না জনগণের রোষানল থেকে বাঘের শেষ নিঃশ্বাস ধরে রাখতে। আমাদের গাড়ি মাগুরা পার হয়ে গেছে। সহযোগী রোমেল ও আমি, কারও চোখেই ঘুম নেই। গাড়িচালক আসাদ বুঝতে পারে আমাদের কাজটি একটু বেশিই জরুরি। সে গতি একটু বাড়িয়ে দেয় আমাদের বুঝতে না দিয়েই।

হঠাৎ ফোন, ভাই বাঘটি মারা পড়েছে। বন বিভাগের র্কমীরা আসতে দেরি করায় লোকজন আর সময় নেয়নি। চলার পথেই জানতে পারি, বন বিভাগের লোকজন রাতারাতি বাঘের মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যেতে চায়। ফোনে বনর্কতাদের অনেকভাবে অনুরোধ করলাম মৃত বাঘটি কিছু সময়ের জন্য রাখতে, আমরা কিছু ছবি নেব।

সকালের ঠাণ্ডা বাতাস সরিয়ে দিয়ে গাড়ি দ্রুত এগিয়ে যায়। আর ঘণ্টাখানেক লাগবে। সকাল ৭টা, আমরা তখন সাতক্ষীরা অতিক্রম করছি। এসিএফ সাহেব কথা দিয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি গোলাখালী গ্রাম থেকে মৃত বাঘটিকে নিয়ে বন বিভাগের দলটির ট্রলার ছেড়ে দিয়েছে। শ্যামনগরের ফজলু ও সাংবাদিক সালাউদ্দিন বাপ্পীর আগে থেকে ঠিক করা ট্রলারে উঠেই ছুটতে থাকলাম বাঘের মরদেহ বহন করা ট্রলারের দিকে। একসময় ট্রলারটি একটি দূরত্ব রেখেই পেয়ে যাই। বাঘের মৃতদেহ বহনকারী ট্রলারটির গন্তব্য কলাগাছী বন অফিস। ঘণ্টাখানেক খোলপেটুয়া নদীর পানিতে ঘটঘট শব্দে চলা ট্রলার একসময় থেমে যায় কলাগাছী বন অফিসের কাঠের জেটিতে। রোমেল আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। আমাদের সামনে বেশ দূরত্বে বাঘ বহনকারী ট্রলারটি চলতে থাকায় মৃত বাঘটি তখনও আমাদের চোখে পড়েনি। কাছে যেতে চোখে

পড়ল। আর চোখে পড়তেই ধক্ করে ওঠে হৃৎপিণ্ড। এত বড় একটি বাঘ! চকচকে ডোরাকাটা দাগ আর নেই। মালঞ্চ নদীর তীরে পিটিয়ে হত্যা করা বাঘটির সারা গায়ে কাদামাখা। মাথায় জমাটবাঁধা কালো রক্ত। চোখের সামনে এভাবে বাঘটিকে পড়ে থাকতে দেখে বুকটা শূন্য হয়ে গেল। ৭ ফুট ১০ ইঞ্চিথ বাঘটির দৈর্ঘ্য মেপে জানাল বন বিভাগের এক র্কমী। চারপাশে একবার চোখ বুলালাম। শ্যামনগর থানার ৭-৮ পুলিশ সদস্যসহ উপস্থিত প্রায় ৩০ জন মৃত বাঘটি দেখছি। সাতক্ষীরার সুন্দরবন এলাকায় বাঘ মারা গেলে একজন পশু চিকিৎসক বাঘের পোস্টর্মটেম করতে আসেন। এ পর্যায়ে ডাক্তার অনুপস্থিত। জানলাম ডাক্তার আসছেন। রোমেল ক্যামেরায় নানা অ্যাঙ্গেলে মৃত বাঘটির ছবি নিতে থাকল। পশু চিকিৎসক ডা. স্বপন কুমার রায় এসে জানালেন, বাঘটির বয়স আনুমানিক ১২-১৩ বছর। এটি বাঘিনী।

বাঘের চামড়া ছিলা চাট্টিখানি কথা নয়! ডোরাকাটা এ চামড়ার রাজকীয় মহিমা দেখেই ইংরেজ আমলে এদের নাম রাখা হয় 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'সহ সারাবিশ্বে ডোরাকাটা বাঘের সংখ্যা কমে আজ ৩ হাজার ২০০। ২০০৪ সালে একটি জরিপ থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা ৪৪০টি। রাজকীয় চামড়া খুলে ফেলে বাঘের মাংসপিণ্ডের পাশেই মেলে রাখা হলো। এবার কিছুটা বোঝা গেল ৬টি ছাগল হত্যার দায়ে কী র্নিমমভাবে বাঘটিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চামড়া খুলে ফেলার পর পড়ে থাকা মাংসপিণ্ডের কাছে সবাই এগিয়ে এলেন। কেটে ফেলা পুরো লিভারটি নিয়ে ডাক্তার বললেন, দেখুন এটাতে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন রয়েছে। বলেই ডাক্তার লিভারটি তার সঙ্গে আসা সহযোগীর ব্যাগে রাখলেন। এবার ফুসফুস কেটে নিয়ে ডাক্তার বললেন, এটা হলো ফুসফুস, এটাতেও নেকরোসিস হয়েছে। বলেই ফুসফুসটি ব্যাগে রাখলেন। প্রশ্ন করেই বসলাম, বাঘের ফুসফুস ব্যাগে নিলেন কেন? উত্তরথ এগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। ডাক্তার থেমে থাকলেন না, বাঘের নিতম্বের প্রায় কেজি দুয়েক মাংসও কেটে নিলেন।

এর মাঝেই প্রায় ৮ ফুট একটি র্গত করেছে দুই বনর্কমী। হঠাৎ চাপা শোরগোল, ভাই আমাকে লেজ থেকে, আমাকে মাথা থেকেথ মাথা ঘোরাতেই দেখি এক অন্যরকম দৃশ্য। আমি প্রায় পলক না ফেলেই দেখতে থাকি চুপিসারে কেউ কেটে নিচ্ছে লেজ, কেউ মাংসপিণ্ড, কেউ আবার নাভির অংশ। সবাই মাটিতে ফেলে রাখা বাঘটিকে ঘিরে রেখেছে যাতে বনর্কতার চোখে না পড়ে। আমি দূরে সরে থাকা বনর্কতার দিকে তাকিয়ে দেখি আসলে তিনি সবই দেখছেন। অন্যদিকে যারা বাঘের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মাংস সংগ্রহ করছে, তাদের মধ্যে আগত পুলিশ সদস্য, বনর্কমী এমনকি টাইগার প্রজেক্টের কোনো র্কমীও বাদ পড়েনি।

একজন আমাকে জানাল, বাঘের মাংস আমার বউ নিতে কইছিল। এ ছাড়া বাঘের এ মাংস দিয়ে সব রোগ সারানো যায়। কীভাবে রোগ সারানো যায় প্রশ্নের উত্তর : 'এগুলো রোদে শুকিয়ে গুঁড়া করে অনেকদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। অল্প অল্প করে দুধের সঙ্গে খাইলে অনেক শক্তি পাওয়া যায়।' ট্রলারচালক আরও জানালেন, এক কেজি মাংস প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করা যায়। অনেক কবিরাজ এ মাংস কেনার জন্য সারাবছর তাকিয়ে থাকেন। কথা বলতে বলতেই এবার দেখলাম বাঘের গায়ে কোনো মাংস আর নেই। মিডিয়াকে দেখে একটু খেঁকিয়ে উঠলেন তৌফিক সাহেব। এ কাজ কে করল? কিন্তু কে দেবে এ প্রশ্নের উত্তর। সবার পকেট ও ব্যাগে লিভার, ফুসফুস, মাংসথ সবই তো চোখের সামনেই লুট হয়ে গেল। চেয়ে চেয়ে দেখলাম শুধু বাঘের কঙ্কাল দু'জন টেনেহিঁচড়ে নিয়ে পাশের ৮ ফুট র্গতে ফেলে দিল।

ছাগল হত্যার দায়ে নিহত বাঘটি যে ছাগল খেয়ে ফেলেছে, তার কি কোনো প্রমাণ আছে? আমার কথা শুনে ডাক্তার বললেন, পাকস্থলী ফুটো করে দাও। ফুটো করে দিলে দেখা যায় ভেতরে শূন্য! ছাগল তো দূরে থাক, এক মুঠো খাবারও নেই। ফুস করে বাতাস বের হলো, আর কিছুই নয়। শূন্য পেটে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো রয়েল বেঙ্গল টাইগার আজ লোকালয়ে এসে র্নিমমতার শিকারে মাটিচাপা পড়ল। অনেক শক্তপোক্ত করেই মাংসহীন কঙ্কাল পুঁতে রাখা হলো। বাঘের জীবনাবসান ও সেই সঙ্গে মাটিচাপার দৃশ্য দেখে ফেলার কারণে অন্য কয়েকজনের মতো আমাকেও ইতিহাসের পাতায় স্বীকারোক্তি দিতে হলো। তাতে লেখা, রয়েল বেঙ্গল টাইগার সঠিকভাবেই 'চিরনিদ্রায়িত' হয়েছে। আমি ঠিকই স্বাক্ষর করলাম; কিন্তু ভিডিও টেপে থেকে গেল বাঘ মাটিচাপা দেওয়ার 'প্রকৃত এক মানসিক বিকৃতির ইতিহাস'।

হোসেন সোহেল :সাংবাদিক, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক, ১৪/০৯/২০১১

সুন্দরবনের বন্যপ্রানী নিয়ে বিদেশীদের করা একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি, টোকা মারুন